33694 - ইসলামে নামাযের মর্যাদা

প্রশ্ন

আশা করি আপনারা ইসলাম ধর্মে নামাযের মর্যাদা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইসলামে রয়েছে নামাযের অনেক বড় মর্যাদা। অন্য কোন ইবাদত এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এটি প্রমাণ করে:

এক: নামায ইসলামের মূলস্তম্ভ; যা ছাড়া ইসলাম দণ্ডায়মান হতে পারে না।

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি কী তোমাকে ধর্মের মস্তক, মূলস্তম্ভ ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন: ধর্মের মস্তক হলো ইসলাম। মূলস্তম্ভ হলো: নামায এবং শীর্ষচূড়া হলো জিহাদ..." [সুনানে তিরমিযি (২৬১৬), আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে (২১১০) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

দুই: দুই সাক্ষ্যবাণীর পরেই নামাযের স্থান; যাতে করে সেটি আকিদার শুদ্ধতা ও সঠিকতার প্রমাণ হয় এবং অন্তরে যা স্থান করে নিয়েছে ও সত্যায়ন করেছে সেটার দলিল হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ্ ছাড়া) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র দাস ও বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দেয়া; নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।" [সহিহ বুখারী (৮) ও সহিহ মুসলিম (১৬)]

নামায কায়েম মানে: পরিপূর্ণভাবে সকল কথা ও কাজসহ নির্দিষ্ট সময়মত নামায আদায় করা; যেমনটি কুরআনে কারীমে এসেছে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় সময়মত নামায আদায় করা মুমিনদের উপর ফরযকৃত"।

তিন: নামায ফরয হওয়ার স্থানের কারণে অন্য সকল ইবাদতের উপর নামাযের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

এই নামাযরে বধিান নয়িে কোন ফরেশেতা পৃথবীতে নাযলি হননি। কন্িতু আল্লাহ্ চয়েছেনে তাঁর রাসূলকে আসমানে ঊর্ধ্ব গমন করাতে এবং তনিহিি সরাসরি নামাযরে ফরযয়িতরে বষিয়ে সম্বোধন করত।ে এটি অন্যসব শরয়ি বধিান থকেে নামাযরে বশিষেত্ব।

নামাযকে মরোজরে রাতে হজিরতরে তনি বছর আগে ফরজ করা হয়ছে।ে

প্রথমে পঁশ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়ছেলি। পরে সটোকে শথিলি করে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়ছে।ে তবে পঁশ্চাশ ওয়াক্তরে সওয়াব বলবৎ আছ।ে এটি নামায আল্লাহ্র প্রয়ি হওয়া এবং নামাযরে মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন কর।ে

চার: নামাযরে মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: বকররে হাদসিে এসছেে যে, তনিি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে তনিি বলনে: ‘যদি তোমাদরে কারো দরজায় একটি নহর থাকে এবং সে এ নহর থকেে প্রতদিনি পাঁচবার গোসল কর;ে তার গায়ে কী কোন ময়লা থাকব;ে তোমাদরে কী মনে হয়? সাহাবীরা বলল: কোন ময়লা থাকবে না। তনিি বললনে: এটাই হলো নামাযরে উপমা। নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করনে।’[সহহি বুখারী (৫২৮) ও সহহি মুসলমি (৬৬৭)]

পাঁচ: দ্বীনরে সর্বশষে যে জনিসিটি হারয়িে যাবে সটেি হলো নামায। যখন নামায হারয়িে যাবে তখন গোটা দ্বীনই হারয়িে যাব...।

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “মুমনি ব্যক্তি এবং শর্িক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নর্িধারণকারী হচ্ছ-ে নামায বর্জন।’[সহহি মুসলমি (৮২)]

তাই একজন মুসলমিরে উচতি যথাসময়ে নামায আদায়ে সচষ্েট হওয়া। অলসতা না করা এবং ভুলে না-থাকা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “অতএব, দুর্ভোগ সইে নামাযীদরে জন্য যারা তাদরে নামায আদায়রে ব্যাপারে অমনোযোগী।"[সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে তাকে ধমক দতিে গয়িে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “কন্িতু তাদরে পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তরি অনুসরণ করল। অতএব অচরিইে তারা غَيّ (ক্ষতগি্রস্ততা) এর সম্মুখীন হব।ে” [সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৫৯]

ছয়: কয়িামতরে দনি সর্বপ্রথম বান্দার নামাযরে হসিাব নয়ো হব...।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে:ি ‘নশ্চিয়

কয়িামতরে দনি বান্দার কাছ থকেে সর্বপ্রথম যে আমলরে হসিাব নয়ো হবে সটো হচ্ছ- নামায। যদি নামায ঠকি থাকে তাহলে সে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবে। আর যদি নামায ঠকি না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ ও বফিল হবে। যদি তার ফরয নামাযে কছিু ঘাটতি থাকে; তখন রব্ব বলবনে: দখে; আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? থাকলে সটো দয়িে ফরযরে ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরেও হসিাব নয়ো হবে।’[সুনানে তরিমযিি (৪১৩), সহহিুল জামে (২৫৭৩)]

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তনিি যনে আমাদরেকে তাঁর যকিরি, তাঁর কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদত পালনে সাহায্য করনে।

তথ্যসূত্র: ড. আত্-তায়্যাররে রচতি ‘কতিাবুস সালাহ’ (পৃষ্ঠা-১৬) এবং আল-বাস্সামরে রচতি ‘তাওযহিুল আহকাম’ (১/৩৭১) এবং বালুশরি রচতি ‘মাশরুইয়্যাতুস সালাহ’ (পৃষ্ঠা-৩১)]